66

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 OCT 1996
পৃষ্ঠা | কলাম

স্কুল ভবন নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ।। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের তিনকক্ষের ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট কারচুপি ও অনিয়ম ধরা পড়ার পর দায়ী সকল প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে সাসপেনশনসহ

(২য় পৃঃ ৭-এর কঃ দ্রঃ)

স্কুল ভবন

(১ম পৃঃ পর)

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিতেছেন। স্কুলের মাঠে মাপজোখ করিয়া কাগজে হেডমাষ্টারের স্বাক্ষর লইয়া বিল পর্যন্ত পরিশোধিত হইয়াছে, অথচ বাস্তবে কোন ভবন নির্মিত হয় নাই, প্রতিটি ৮ লক্ষ টাকার এ নির্মাণ কাজে এমন কাহিনীও আছে। সদ্যনির্মিত অনেক স্কুল ভবনের অবস্থা শোচনীয়। নির্মাণের ১ বৎসর না যাইতে বীম ফাটিয়া গিয়াছে। দ্বিতলের প্রভিশন রাখার কথা থাকিলেও নির্মাণ কাজে ভিত্তি মাত্র দেড় ফুট গভীর। ছাদের সিমেন্ট আস্তরণ বালির মত ঝরিয়া পড়িতেছে। দরজা-জানালার অবস্থা আরও করুণ। প্রায় সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকার মাধ্যমিক স্কুল উন্নয়নের কাজে ঠিকাদারী ও তত্ত্বাবধানের কেলেঙ্কারি উদঘাটনের পর জড়িত সকল প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে এ ব্যবস্থা শুরু হইতে যাইতেছে। বিগত সরকারের আমলে শিক্ষাখাতে বিপুল বরাদ্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছাত্র ও যুব সংগঠনের স্থানীয় নেতা ছাড়াও স্থানীয় মাস্তানরাও ঠিকাদারীর দায়িত্ব পালন করে। শিক্ষামন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের তত্ত্বাবধানে এমন দায়িত্বহীন ঠিকাদারীর বিল পাস করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক চাপ ছাড়াও বিভাগীয় দুর্নীতি জড়িত। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, এ বিভাগের কাজ ও বিল লাভের বিশেষ পদ্ধতিতে মোট ব্যয়ের ১২ হইতে ১৪ শতাংশ বরাদ্দ খরচ করিতে হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণে অনুরূপ অবস্থা সৃষ্টি হইলে পরে সে কাজ বহুলাংশ স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের হাতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। কলেজ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রকৌশলী ও ঠিকাদাররা খানিকটা সতর্ক থাকে। পূর্ববর্তী সচিবের নিজ এলাকা কুমিল্লা হইতে ঢাকার রাস্তার আশেপাশের হাইস্কুল ভবনের কাজ কিছুটা উন্নত। বড় অফিসারদের চোখে পড়িবার মত স্থানে নির্মাণ কাজে ঠিকাদার ও প্রকৌশলীরা সতর্ক থাকার কৌশল গ্রহণ করে। কিন্তু মানিকগঞ্জ, ময়মনসিংহসহ অন্যান্য অঞ্চলের কাজের প্রকৃত মূল্যমান বরাদ্দের অর্ধেক বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। অর্থাৎ ৮ লক্ষ টাকার কাজে ৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়। এখন শিক্ষা মন্ত্রণালয় অভিযোগ পাইতেছে যে, আগ্নেয়াস্ত্র উচাইয়া কোন কোন ঠিকাদারের লস্কর ভবন নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার কথা প্রধান শিক্ষকদের নিকট হইতে লিখাইয়া নিয়াছে, বাস্তবে কিছুই নির্মিত হয় নাই।